২৯-১১-১৭ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা -- বাবা, যিনি সদা সুখই দেন, রোজ পড়ান, জ্ঞানের খাজানা দেন, এমন বাবাকে তোমরা ভুলো না, সদা শ্রীমতে চলতে থাকো"

প্রশ্ন : - বাবা এমন কোন্ জাদুকরী করেন যা কোনো মানুষ করতে পারে না?

উত্তর : - কাঁটার এই জঙ্গলকে বদলে সুন্দর ফুলের বাগিচা বানিয়ে দেন, পতিত মানুষকে পবিত্র বানিয়ে দেওয়া - এই জাদুকরী হল বাবার। কোনো মানুষের নয়। বাবাই হলেন সব চেয়ে বড় সোস্যাল ওয়ার্কার, যিনি পতিত দুনিয়াতে এসে সমগ্র পতিত দুনিয়াকে পবিত্র বানান।

গীত : - শৈশবের দিন ভুলে যেও না, আজ হাসি তো কাল কাঁদতে বোসো না.....

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা গীত শুনলে যা তোমাদের জন্যই গাওয়া হয়েছে। তোমরা হলে মাতা - পিতার ক্ষীর (মিষ্টি) বাচ্চারা । বাবা ক্ষীর বাচ্চাদের বলেন যে আজ মাম্মা বাবা বলে ডেকে কাল আবার ভুলে যেও না। যদি ভুলে যাও তবে স্বর্গের উত্তরাধিকার হারিয়ে ফেলবে। কিন্তু শুনতে শুনতেও ভুলে যায়। তাও বাবা সহজ রাস্তা বলে দেন। বাড়ি ঘর, গৃহস্থ ব্যবহার ইত্যাদি কোনো কিছুই তোমাদের ছাড়ানো হয় না। বাবা শুধু বলেন গৃহস্থী হও বা ব্যাচেলর (কুমার), শুধুমাত্র শ্রীমতে চলার পুরুষার্থ করো। এমন বাবাকে কখনো ভুলে যেও না। বাবার অনুযোগ হল কোনো কোনো বাচ্চা মাম্মা বাবা বলে পরে আর তারা নিজেদের কোনো সমাচার পাঠায় না। বাবার কাছ থেকে স্বর্গের বাদশাহী নেয় আবার তাঁকেই ভুলে যায়, আর নরকের সম্পত্তি প্রদানকারী বাবাকে খুব খুশি মনে চিঠি লেখে। চিঠি না এলে মা বাবারও মন উদাস হয়ে যায়, ভাবে কি জানি শরীর খারাপ করল না তো? তো বেহদের বাবাও এমনটাই ভাবেন যে কি জানি বাচ্চাদের কি হাল হয়েছে! প্রতীক্ষায় থাকে যে। লৌকিক বাচ্চারা তো দুঃখ দেওয়ার জন্য উঠে পড়ে, তবুও তাদের থেকে মোহ যায় না। আর এখানে তো কেমন আশ্চর্য দেখ যে বাবাকে বলে - তুমিই মাতা পিতা... সামনেও বসে আছে। এমনিতে তো সব বাচ্চারা মুরলীর মাধ্যমেই শুনবে। বাবা জানেন যে নম্বর অনুসারে পুরুষার্থ অনুযায়ী কত জন সুপুত্র আর কত জন কুপুত্র। বাবা মাম্মা বলে তারপরে ছেড়ে চলে যায়। গীতেও তো বলা হচ্ছে যে এমন বাবাকে কেন ভুলে যাও। এমন বাবাকে তো রোজ চিঠি লেখা উচিত। বাবাও রোজ খাজানা দেন, রোজ পড়ান, ভালোবাসাও দেন, বাবা টিচার, সদ্গুরু তিনজনই এক তিনি। লৌকিক বাবাকেও তো বাচ্চারা চিঠি লেখে, গুরুকেও স্মরণ করে। কিন্তু যিনি সদা সুখ প্রদানকারী, সত্যখন্ডের মালিক বানান যিনি, সেই বাবাকেই ভুলে যায়। চিঠিও লেখে না। বাবার চিন্তা হয় যে কী হল? মায়া মেরে ফেলল নাকি বিকারে ঠেলে দিল। বাবা তো মুরলীতেই বাচ্চাদেরকে সাবধান তো করবেই। বাবা রায় দেবেন যে এই এই ভাবে নিজেকে বাঁচাও, কেননা এ হল বাবার সব চেয়ে বড় বাচ্চা, সবার থেকে এগিয়ে রয়েছে, এর কাছে সব রকমের তুফান ইত্যাদি আসে। এমন বাচ্চাকেই তো মহাবীর, হনুমান বলা হবে। পরে রুস্তম (মহাবীর) হওয়ার কারণে মায়াও রুস্তম হয়ে সবার আগে এর সাথেই লড়াই করবে। বাবা বলেন তোমার কাছে যে তুফান আসে তা সবার আগে আমার কাছে আসবে। যার অনুভবের কারণেই তো বাবা সে সব বলেন। তোমরা বলতে পার বাবা আপনার কাছে তুফান কি করে আসতে পারে? আপনি তো বয়স্ক মানুষ। বাবা বলেন আমার কাছে সব আসে। নইলে তোমাদের সাবধান কীভাবে করবেন? কিন্তু বাচ্চারা তো বাবাকে জানায়ই না।

তুফানে হাবুডুবু খেয়ে ডুবে মরে। নিজেরই পদ ভ্রষ্ট করে ফেল্, সেইজন্য বাবা বলেন যে একে অপরকে স্মরণ করাতে থাকো- বাবাকে চিঠি তো লেখ। প্রতিটি বিষয়ে একজন অপর জনকে সাবধান করো। মায়া খুবই চালাক, ঘুষি মেরে দেয়।

বাচ্চারা তোমরা হলে সমগ্র দুনিয়ার সত্যিকারের সোশ্যাল ওয়ার্কার। ওরা হল লৌকিক জগতের (হদের) সোশ্যাল ওয়ার্কার, কেবল লৌকিকেরই (হদের) সেবা করে। এই বাবা তো হলেন সমগ্র দুনিয়ার সোশ্যাল ওয়ার্কার। সমগ্র দুনিয়াকে পবিত্র বানানো - এই দায়িত্ব হল বাবার। বাবাকেই তো সকলে ডাকে। এমন বাবাকে বাবা ডেকে পরে ভুলে যায়। এই গীতও হয়ত কারো মনে টাচ করেছিল (তাই তো বানিয়েছিল)। যেমন কোনো কোনো শাস্ত্র রয়েছে যেগুলো খুব ভালো বানানো হয়েছে, যেগুলো মানুষ নিজের কাছে রাখে। এখানে তো শাস্ত্র, চিত্র ইত্যাদি কিছুই নেই। এই চিত্রও আমাদেরই বানানো। বাকি যে সব চিত্র রয়েছে সে সবই সংশয় বুদ্ধি বানিয়ে দেয় ।

দুনিয়া তো এটা জানেই না যে ভারত স্বর্গ ছিল। ভারতের কত মান ছিল। এখানেই শিববাবা আসেন। শিব-কে বাবা বলা হয়, তারপর হলেন ব্রহ্মা বাবা। বিষ্ণুকে বাবা বলা হবে না। এও বাচ্চারা তোমরা জানো । দুনিয়ার মানুষ তো বলে থাকে - পতিত পাবন এসো, আমরা হলাম পতিত, এসে আমাদের পবিত্র করো । কিন্তু এটা জানে না যে তিনি পতিত থেকে পবিত্র কীভাবে বানাবেন। কোথায় নিয়ে যাবেন? কেবল তোতা পাখির মতো বলতে থাকে। এর অর্থ না জেনেই বলতে থাকে। আরে, ওঁনাকে তো গড ফাদার বলো, ফাদার মানে হল প্রপার্টি। আর কাউকেই ফাদার বলা যায় না। বিষ্ণু এবং শংকরকেও ফাদার বলা যাবে না। তাহলে অন্য কাউকে কী করে বলা যাবে। সবাই ভাবে যে গড ফাদার হলেন নিরাকারীই । আত্মা এই শরীরে এসে আহ্বান করে - ও গড ফাদার। বাবা এসে দেহী - অভিমানী বানান। তোমরা বাবাকে বলে থাকো বাবা আমাদেরকে পবিত্র বানাও আর পবিত্র দুনিয়াতে নিয়ে চলো। শিববাবা আসেন - ভারতে পবিত্র মার্গ বানাতে।

বাবা বলেন তোমরা প্রবৃত্তি মার্গের ছিলে, পবিত্র ছিলে। তাই তো তোমরাই চাও যে আমরা পবিত্র হব। স্বর্গকে স্মরণ করো। বৈকুন্ঠ বললে কৃষ্ণের কথা মনে আসে। এটা বোঝে না যে প্রবৃত্তি মার্গের মহারাজ মহারানী, লক্ষ্মী-নারায়ণকে স্মরণ করো। মানুষ এখন চায় শান্তি। এটা তো সমগ্র দুনিয়ারই প্রশ্ন। তার জবাবদারী হল বাবার উপরে। যখন ভারত নরক হয়ে যায় তখন তাকে স্বর্গ বানাতে বাবাকেই আসতে হয়। নরক আবার কে বানায়? কখন বানায়? সেটা কেউই জানে না। বাবা বলেন আমি তোমাদেরকে স্বর্গবাসী বানাই। সুইট ওয়ার্ল্ডে নিয়ে যাই, তারপর আবার তোমাদেরকে সুইট বাদশাহীতে পাঠিয়ে দিই । এমন বাবার কাছে রাতদিন পড়াশোনা করে স্বর্গের সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার নেওয়া উচিত। বাস্তবে রাতদিন কোথাও পড়ানো হয় না। বাবা বলেন সকালে এবং রাতে এক ঘন্টা রেগুলার পড়ো। সকালে তো সময় সবাই পাও। এক সেকেণ্ডেরই তো ব্যাপার। কেবল বাবা আর বর্সাকেই তো স্মরণ করতে হবে। তাও তোমরা ভুলে যাও। তাও বলে বাবা আমরা কি করব - স্মরণ করাও তো কত সহজ। সৃষ্টি চক্রের জ্ঞানও কত সহজ। এটা হল পাপ আত্মাদের দুনিয়া, তোমাদের পুণ্যের দুনিয়ায় যেতে হবে। শিববাবাকে স্মরণ করো । গৃহস্থ ব্যবহারে যারা থাকে তাদের জন্যও খুব সহজ। তো বাবা বাচ্চাদেরকে অবশ্যই স্মরণ করেন। অমুকের চিঠি তো কখনো আসেনা, কি হল তার? অথবা যখন সামনে আসে তখন জিজ্ঞাসা করি - কি বেহুশ হয়ে যাওনি তো? বাবার সাথে ততো ভালোবাসা নেই যতটা যে পয়সা রোজগার করে তার প্রতি চলে যায়। বাবাকে সমাচার

দেওয়া উচিত যে, বাবা আমি বিজয়ী হয়েছি, আমি খুব খুশি। অন্যদেরও বাবার পরিচয় দিতে থাকে। বাবা রোজ মুরলীতে স্মরণের স্নেহ-সুমন পাঠিয়ে থাকেন। বাকি প্রত্যেকের নাম তো লেখা সম্ভব নয়, তো বাচ্চাদেরও নিজেদের সমাচার বাবাকে দেওয়া উচিত।

এই সময় সমগ্র দুনিয়ার মুখে কালো হয়ে গেছে। তাকে বাবা এসে গোরা বানান। বাবা ভারতের মুখ ঘুরিয়ে দেন। কাঁটার জঙ্গলকে ফুলের বাগিচা বানান। তিনি কেমন জাদুকর! যে স্বর্গের বাগিচায় ভারতই থাকে। সেখানে এটা জানা থাকে না যে আমাদের পরে আর কারা কারা আসবে। তারা মনে করে কেবল আমরাই হলাম বিশ্বের মালিক। সত্যযুগকে বলা হয় গার্ডেন অফ আল্লাহ। এরপর তাকে জঙ্গল কোনো গড বানান না। সেটা তো রাবণ বানায়। রাবণ হল পুরানো শত্রু, যাকে কেউই জানে না। বাবা জিজ্ঞাসা করেন তুমি কার সন্তান? বাবা আমরা হলাম ব্রহ্মার সন্তান, শিববাবার পৌত্র। শিববাবা ব্রহ্মার দ্বারা স্বর্গের উত্তরাধিকার দেন। ব্রহ্মার দ্বারা স্বর্গের স্থাপনা করছেন ।তোমরা বাবার সন্তান হয়েছ বাবার থেকে উত্তরাধিকার নেওয়ার জন্য। বাবা বলেন মনে রেখ, ভুলো না। বাচ্চারা বলে বাবা মাঝে মাঝেই ভুলে যাই। আরে যে তোমাদের নরকবাসী বানায় তাকে মনে রাখ আর যিনি স্বর্গবাসী বানান, সেই বাবাকেই ভুলে যাও? বাবাকে না ভুললে বর্সাকেও ভুলবেন না। এই সময় তো বাবা বললেই বাবা হাজির হয়ে যান । বলাও হয় হাজিরাহুজুর.... তাও আবার গুপ্ত। এমন বলবে না যে আমরা ওঁনাকে দেখি। আত্মা গুপ্ত তো বাবাও গুপ্ত। আত্মা শরীরে এসে কথা বলে, আমারও শরীর চাই। নইলে আসব কীভাবে? গর্ভে প্রবেশ করলে গর্ভ জেলে আসতে হবে। আমি গর্ভ জেলে কেন যাব? আমি এমন কি অপরাধ করেছি? গর্ভ মহল তো হয় স্বর্গে। আমি স্বর্গে এসে কি করব? স্বর্গের মালিক তো আমি বাচ্চারা তোমাদেরকেই আমি বানাই। এখানে সামনে বসে শুনতে সকলেরই বেশ ভালো লাগে। এখান থেকে বাইরে গেলেই সব ভুলে যায়। ২১ জন্মের রাজত্ব নেওয়া আর সাধারণ প্রজাতে পদ পাওয়া অনেক প্রভেদ হয়ে যায় না! ভীলরা শুকনো রুটি (রোটলা) খায় আর বিত্তবান ভালো ভালো খাবার খায়, সামাজিক মর্যাদার প্রভেদ তো আছে। কিন্তু দুঃখী তো উভয়েই হয়। স্বর্গে আবার সবাই সুখী হয়, তবে তা অবশ্যই পদমর্যাদা অনুযায়ী। আমাদেরকে পুরুষার্থ করে উঁচু পদ পেতে হবে। মাম্মা - বাবাকে ফলো করতে হবে। এই সময় শ্রীমৎ প্রাপ্ত হয়। তাই মাতা - পিতাকে ফলো করতে হয়। মাতা - পিতা তো সাকারে চাই। শিববাবাকে তো পুরুষার্থ করতে হবে না। মাম্মা - বাবা পুরুষার্থ করে ২১ জন্মের রাজ্য ভাগ্য নিয়ে থাকেন। তারপর যারা ভালো পুরুষার্থ করে তারা রাজসিংহাসনে বসে। ৮ জন পাশ উইথ অনার হন। তার মধ্যে আসা উচিত। তার মধ্যে না আসতে পার তো ১০৮ এ এসো। মার্জিন তো ১৬ হাজার ১০৮ এরই। ১৬ হাজার ১০৮ এর অনেক বড় মালা হয়। সেই মালাই বসে টানে (জপ করে)। এখানে মালা জপ করবার কোনো ব্যাপার নেই। বাবা তো বলেন ফলো ফাদার করো। এই বুড়ো ব্রহ্মা এই পাঠ পড়ে পাশ করে নম্বর ওয়ান হয়ে যায়। মাম্মা ইয়ং হয়েও নম্বর ওয়ানে যায়। তবে তোমরা কেন পুরুষার্থ করো না? কেন ভুল করো? বাবাকেও পত্র লেখ না, স্মরণও করো না । প্রতিজ্ঞাও করে যায়, কিন্তু বাইরে গেলেই শেষ। আমি তো বলেও থাকি - তোমরা বাইরে গেলেই ভুলে যাবে। বাচ্চারা বলে, বাবা আমরা ভুলব না। তারপর আবার ভুলে যায়। অবাক ব্যাপার তাই না! এটা হল একেবারে নতুন ধরনের পড়া যা কোনো শাস্ত্রতেই নেই। কেউ বুঝতেই পারবে না। এখন বাবা দৃষ্টি দিয়েছেন - এই অন্তিম জন্মে ।বাবাও (ব্রহ্মা) বলেন - আমি তো গীতাও পড়তাম। নারায়ণের পূজাও করতাম। গদিতেও (দোকানে) নারায়ণের চিত্র রাখতাম। লক্ষ্মীকে কীভাবে মুক্ত করে দিয়েছিলাম (নারায়ণের পদ সেবা থেকে)। দুনিয়ার মানুষ জনেদের সাথে অনেক বুদ্ধি করে

চলতে হবে। তোমরাও গুপ্ত ভাবে বাবার পরিচয় দিতে থাক যে বাবাকে আর স্বর্গের উত্তরাধিকারকে স্মরণ করো । দেবী দেবতারা হলেন স্বর্গের, সেইজন্য লক্ষ্মী-নারায়ণের এমন চিত্র বানিয়েছি। প্রথমে ত্রিমূর্তি বানানো হয়নি, কারণ ব্রহ্মাকে দেখে লোকেরা ক্ষেপে যায়। কিন্তু ব্রহ্মা ছাড়া কাজ কীভাবে হবে? বি. কে. বাবাকে যদি না-ই দেখে তবে কাজ কি করে চলবে? বাবা বলেন গীতাতে লেখা আছে - মনমনাভব, মধ্যাজী ভব। মুক্তি হোক বা জীবন মুক্তি - একমাত্র আমিই দিতে পারি, আর কেউ দিতে পারে না। এ হল গভীর ভাবে বোঝার বিষয়। অমৃতবেলায় উঠে বিচার সাগর মন্থন অবশ্যই করতে হবে। দিনের বেলায় কাজ করো, কিন্তু অমৃতবেলা ৪ টে থেকে ৫টা বসে স্মরণ করো, তবে খুবই সুখদ অনুভব হবে। বাবা সুইট হোম থেকে আমাদেরকে অর্থাৎ বাচ্চাদেরকে পড়াতে আসেন, তারপর চলে যান। বলেন - "আমাকে স্মরণ করো তো খাদ বেরিয়ে যাবে। যখন খাটি সোনা হয়ে যাবে তখন পাস উইথ অনার হবে। উঁচু পদ যদি পেতে চাও তবে পুরুষার্থের দ্বারা কি না হতে পারে। বাবা তাও বলেন - এই ঈশ্বরীয় শৈশব কালকে ভুলে যেও না। এমন বাবাকে প্রতি মুহূর্তেই স্মরণ করা উচিত। স্মরণের দ্বারাই তোমরা কাঞ্চন হয়ে ওঠো। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা বাপদাদার স্নেহপূর্ণ স্মরণ ও গুডমর্নিং। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) কোনো রকমের ভুল হওয়া উচিত নয়। একজন অপর জনকে সাবধান করে, বাবাকে স্মরণ করবার কথা মনে করিয়ে দিয়ে উন্নতি লাভ করতে হবে। নিজের ঈশ্বরীয় শৈশব ভোলা উচিত নয়।

২) মাতা - পিতাকে ফলো করতে হবে। মায়ার তুফানকে ভয় পেও না। অমৃতবেলায় বাবার স্মরণে বসে সুখের অনুভব করতে হবে।

বরদান : - দৃঢ় সংকল্প রূপী ব্রত দ্বারা নিজের বৃত্তি গুলিকে পরিবর্তন কারী মহান আত্মা ভব

মহান আত্মা হওয়ার আধার হল - "পবিত্রতার ব্রতকে প্রতিজ্ঞার রূপে ধারণ করা"। যে কোনও প্রকারের দৃঢ় সংকল্পের ব্রত নেওয়া অর্থাৎ নিজের বৃত্তিকে পরিবর্তন করা। দৃঢ় ব্রত বৃত্তিকে বদলে দেয়। ব্রতের অর্থ হল মনে সংকল্প নেওয়া এবং স্থূল ভাবে সে সব তার দিকে বিশেষ ভাবে নজর রাখা। তোমরা সবাই পবিত্রতার ব্রত নিয়েছ আর বৃত্তিকে শ্রেষ্ঠ বানিয়েছ। সকল আত্মাদের প্রতি আত্মা আত্মা ভাই - ভাই এর বৃত্তির দ্বারা মহান আত্মা হয়ে গেলে।

স্লোগান : - নিজের পবিত্র ভাইব্রেশন এর উজ্জ্বলতা বিশ্বে ছড়িয়ে দেওয়াই হল রিয়েল ডায়মন্ড হওয়া।